স্মৃতে সকল কল্যাণ ভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষস্তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্॥

যাঁহাকে স্মরণ করিলে মানবমাত্রে সকল কল্যাণের পাত্র হইয়া থাকে, আমি সেই পুরুষ অজ শ্রীহরিকে শরণ লইতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০৷২৷৩৩ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রীদেবকীদেবীর হৃদয়ে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহাতেও ভক্তির সর্ব্ববিধ বিঘ্ননিবারকত্ব দেখান হইয়াছে। যথা—

তথান তে মাধব! তাবকাঃ ক্বচিদ্,
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া,
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

হে মাধব! জ্ঞানীগণ যেমন সাধনমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয়, যাহারা তোমায় মানুষ বলিয়া হৃদয়ে অভিমান্ করে, তাহারা তেমন ভক্তিমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয় না; যেহেতু তাহাদের তোমাতে বন্ধুভাবটি অতি সুদৃঢ়। অতএব, তোমাকর্তৃক সর্ব্ব বিঘ্ন হইতে রক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে বিঘ্নসকলের মধ্যে যে সকল বিঘ্ন অতি প্রবলতর, তাহাদেরও মস্তকে বিচরণ করিয়া থাকে। যেহেতু তুমি ভক্তরক্ষা-বিষয়ে সর্ব্বথা সমর্থ, এই অভিপ্রায়েই সম্বোধন করিলেন—"হে প্রভো!" ॥ ১২১ ॥

পূর্ব্বং যেঽন্যেরবিন্দাক্ষ ইত্যাদিনা মুক্তানামপি ভগবদনাদরেণ পরমার্থভ্রংশ উক্তঃ। ভক্তানাং স নাস্তি ইত্যাহ, তথেতি। যথা পূর্ব্বে আরূঢ়পরমপদত্বাবস্থাতোঽপি ভ্রশ্যন্তি তথা তাবকা মার্গাৎ সাধনাবস্থাতোঽপি ন ভ্রশ্যন্তীত্যর্থঃ। শ্রীবৃত্রগজেন্দ্র-ভরতাদীনাং সজ্জন্মতো ভ্রংশেঽপি ভক্তিবাসনানুগতিদর্শনাৎ। মুক্তা অপি প্রপদ্যন্তে পুনঃ সংসারবাসনাম্। যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥ ইতি তেষাং তু পুনঃ সংসারবাসনানুগতেঃ। যতস্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ সৌহৃদমত্র শ্রদ্ধামার্গাদিতি সাধকত্ব-প্রতীতেরেব। ত্বদ্বদ্ধসৌহৃদত্বাদেব ত্বয়েত্যাদি। তথোক্তম্—ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা ইত্যাদৌ ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিত্যাদৌ চ॥ ১০॥ ২॥ ব্রহ্মাদয়ো ভগবন্তম্॥ ১২১॥

পূর্ব্বে উল্লিখিত "তথা ন তে মাধব" এই শ্লোকের শ্রীগোস্বামীপাদকৃত ব্যাখ্যা—এই শ্লোকের পূর্ব্বে "যেঽন্যেরবিন্দাক্ষঃ" ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদিগেরও শ্রীভগবানের ও শ্রীভক্তগণের অনাদররূপ অপরাধে পরমার্থ বস্তু হইতে ভ্রংশ হওয়ার কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু ভক্ত-গণের কখনও পরমার্থ বস্তু হইতে ভ্রংশ হইতে হয় না—ইহাই "তথেতি"